



হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

নাফসের কথা না শুনে সদুপদেশ গ্রহন কর

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন,

أَعْدَىٰ عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ

“মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে তার নাফস”। কারণ নাফস যা ইচ্ছা তাই করতে চায় একটি বখে যাওয়া বাচ্চার মত। এটা কোন কষ্ট সহ্য করতে চায় না, কিন্তু কষ্ট ছাড়া কোন উপকারও আসে না।

ওষুধ তিক্ত কিন্তু তা সেবন করা হয় রোগ দূর করার জন্য। পুরনো দিনের ওষুধ আজকের ওষুধের মত ছিল না। তা স্বাদে অত্যন্ত কটু লাগত যখন মুখে দেয়া হত। এখন তারা কিছু জিনিস করেছে, ওষুধের ওপর প্রলেপ লাগিয়েছে, তাই তা এখন আগের মত এত তিক্ত নয়। তবুও সাধারণত ওষুধ এখনও খুব মজার কিছু নয়। কিন্তু ওষুধ ছাড়া রোগ চলে যায় না।

অথবা মানুষের শুরু থেকেই নাফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে যেন তা রোগাক্রান্ত না হয়। তোমার পাকস্থলীতে সমস্যা হবে যদি তুমি সবকিছুই খাও। পাকস্থলী হচ্ছে রোগের বাসা যেহেতু এটিই রোগের কারণ। আমরা এটি উদাহরণ হিসেবে বলছি, মূলে হচ্ছে নাফস যা সব খারাপ আকাঙ্ক্ষা করে। আমাদের একে বাঁধা দিতে হবে। এর সামনে যা আসে তাই করতে দিলে তা পরে মানুষকে পীড়া দেয়। বাহ্যিক পীড়া আছে এবং আখিরাতেও পীড়া আছে।

তোমরা যদি এই পৃথিবীর জন্য জীবন কাটাও তাহলে তোমাদের আখিরাতে নষ্ট হবে। তোমাদের শুধু পার্থিবতার জন্য জীবন কাটানো উচিত নয়। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) এই পৃথিবীকে একটি মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, একে ব্যবহার করার জন্য। এর আশীর্বাদ, পরীক্ষা এবং যা কিছু আছে: তুমি যদি আখিরাতে কথা ভাবো এবং সেই অনুযায়ী কাজ কর এই মনে করে যে তা আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) এবং হাযরাত নাবী (সাঃ) হতে আসছে, তাহলে তোমার কাজ গ্রহণযোগ্য এবং উপকারী হবে। অপরপক্ষে, তুমি যদি তা গ্রহন না কর এবং তা না ভাবো, যে পীড়া তুমি পাবে তাই হবে তোমার একমাত্র লাভ, আর কিছুই নয়।



হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

তাই এর দু'টি দিক আছে। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) মানুষকে বলেন, "শূণ্যের জন্য জীবন কাটিও না, শূণ্যের জন্য কষ্ট পেও না।" কোন কিছুই নিরর্থক নয় যদি তুমি আল্লাহ্র কথা চিন্তা কর। এই জীবনের সবকিছুই লিখিত আছে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এবং তুমি তার পুরস্কার পাবে। নতুবা, ধিক্কার তোমাকে যদি তোমার মনে তা কখনোই না আসে, তুমি নাফসের পিছনে ছোটো এবং মন যা চায় তাই কর। নাফস সব ধরণের জিনিস চায়। সেসব জিনিসের পিছনে ছোটো না নাফস সেগুলো চায় বলেই। উপদেশ গ্রহণ কর।

নাফস সব ধরণের জিনিস চায়, যাই তোমার মনে আসে। আল্লাহ্ হালালও দেন এবং হারামও দেন। তুমি হালাল সন্ধান কর। মানে, সব জিনিসের ব্যাপারেই দুইটি রাস্তা আছেঃ একটি হালাল এবং একটি হারাম। তুমি কখনোই পূর্ণতা বোধ করবে না যদি তুমি হারামের পেছনে ছোটো। ইনশাআল্লাহ্ হালাল পরিতৃপ্তি দান করে এবং তুমি তার পুরস্কারও অর্জন করবে। আল্লাহ্ যেন আমাদের নাফসের বাধ্য না করেন। আল্লাহ্ যেন আমাদের হালাল দান করেন।

ওয়া মিন আল্লাহ্ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ / ২৪ রাবিউল আউয়াল ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।